পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন

৩০ জুন, ২০১৯ সমাপ্ত বৎসরের জন্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদ ও আমার পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। সভার শুরুতেই আমি বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ, কোম্পানীর সম্মানীত শেয়ারহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আপনাদের একান্ত সহযোগীতা, প্রচেষ্টা এবং অনুপ্রেরনার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রুলস্ ১৯৮৭, আর্ন্তজাতিক হিসাব মান (আইএএস) এবং আর্ন্তজাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (আইএফআরএস) অনুসারে প্রস্তুতকৃত কোম্পানীর ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনী, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং পরিচালকদের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

বিশ্বব্যাংকের Global Economic Prospects শীর্ষক রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বৎসরে আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা স্থিমিত হয়ে এসেছে। উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায় প্রবৃদ্ধির হার স্থিমিত হয়েছে। বাণিজ্যিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের প্রধান অর্থনীতিগুলো প্রত্যাশার তুলনায় শ্লথগতি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন আর্থিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে গেছে।

২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কার্যক্রমে কিছুটা ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ২০১৭ ও ২০১৮ সালের প্রথম দিকে এই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনার নেতিবাচক প্রভাব ব্যবসায়িক আস্থাকে বিনষ্ট করেছে ফলে আর্থিক বাজার পরিস্থিতি তুলনা মূলকভাবে খারাপ হয়ে গেছে। ২০১৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়ায়, বিনিয়োগে মন্দাভাব এবং বাণিজ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণে ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি ২.৬ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ হবে বলে ধারনা করা হয়। চলতি বৎসরে ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ১.৩ শতাংশ ধারনা করা হয়। তবে জার্মানীর জন্য এই পূর্বাভাস কিছুটা কমানো হয়েছে যেখানে ফ্রান্স এবং ইতালির ক্ষেত্রে তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০১৯ সালে যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধিও ১.৩ শতাংশ ধারনা করা হয়। চলতি বৎসরের শেষের দিকে ইউরো অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। বৈদেশিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে মূলত এই ধারনা করা হয়। ২০১৯-২০২০ সালে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। ২০২০ সালে ভারতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হচ্ছে। ২০২০ সালে দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.২ শতাংশ হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) জিডিপি র‍্যাংকিং অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি। ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরের বাজেটের বক্তব্য অনুযায়ী দক্ষিন এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হচ্ছে বাংলাদেশ যা ভারতের পরেই অবস্থান করছে। বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৩ শতাংশ দেশের মাথাপিছু আয় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮২৭.০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপির আকার বর্তমানে ৩০২.৪ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। গত বৎসর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬৫ শতাংশ শিল্প খাতের সমৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী খাতে সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি ৩১.৫৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গত বৎসরে উক্ত হার ছিল ৩১.২৩ শতাংশ। আভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগ পরিবেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। অনুকুল আবহাওয়া, সহায়ক মুদ্রানীতির এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমান হ্রাস পেয়ে গড়ে ৫.৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত অর্থ বৎসরে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল প্রায় গড়ে ৬.০০ শতাংশ। মুদ্রা স্ফীতি, সুদের হার এর মত সূচক সমূহ আভ্যন্তরীন বিনিয়োগের জন্য এখন অনুকুল পর্যায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছিল প্রায় ৪৫.১৪ শতাংশ। শিল্পের উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৯ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। গত এক দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে বাংলাদেশ।

দারিদ্র্যের হার ও ব্যাপ্তি উভয়ই ধীরে ধীরে কমে আসছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এরই মধ্যে ১৮ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে। ন্যাশনাল সোস্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজির (এনএসএসএস) আওতায় সামাজিক সুরক্ষা জাল কর্মসূচির সুযোগ ও বরাদ্দ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে এ খাতে ৬৪ হাজার ১৭৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য কমিয়ে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ ও অপুষ্টির হার কমিয়ে ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

৩। কাগজ শিল্পের সার্বিক অবস্থা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরেও বাংলাদেশের কাগজ শিল্প বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় যা আলোচ্য বৎসরে এই শিল্পের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। আলোচ্য অর্থ বৎসরের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যেমন সফটউড পাল্প এবং হার্ডউড পাল্প, বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড / রিকভার্ড পেপার এবং পেপার বোর্ড এর দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে দেশীয় বাজারেও বিভিন্ন গ্রেডের রিসাইকেল্ড / রিকভার্ড পেপার এর দাম মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন প্যাকিং মেটেরিয়াল যেমন, মিডিয়াম পেপার, বক্স বোর্ড, গাম টেপ, লাইনার পেপার এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত কেমিক্যালের দামও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিক্রয় মূল্য এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয় এর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি যা এই শিল্পের লাভজনকতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় বাঁধা হিসাবে কাজ করেছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে এই শিল্পের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করার ফলে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে ব্যবসার চলমান অবস্থা ধরে রাখার জন্য অধিকতর কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। ফলে এই শিল্প মারাত্মকভাবে ঝুঁকি এবং লোকসানের সম্মুখীন হয়।

৪। টিস্যু পণ্য উৎপাদন প্রকল্পের পর্যালোচনা ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে বর্তমান কাগজ উৎপাদন প্রকল্পকে একটি লাভজনক প্রকল্পে রূপান্তরের লক্ষ্যে টিস্যু পণ্য উৎপাদন প্রকল্প সংস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পণ্য বহুমুখীকরণ, নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টি, ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান এবং সর্বপরি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মূলত টিস্যু পণ্য উৎপাদন প্রকল্পটি সংস্থাপন করা হয়। ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে টিস্যু পণ্য উৎপাদন প্রকল্প সংস্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। প্রয়োজনীয় ট্রাইয়াল এবং আনুসাঙ্গিক পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। উক্ত প্রকল্পকে উৎপাদন উপযোগী করার লক্ষ্যে কোম্পানীর আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক উৎস থেকে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সংস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে উৎপাদন শুরু করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে পরিমান সার্পোট দরকার ছিল তা কোম্পানী পায়নি। ফলে প্রকল্পের সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন করতে এবং উৎপাদন শুরু করতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আরো অনেক নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করতে হবে। পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে এই মুহুর্তে কোম্পানীর পক্ষে নতুন যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে চলতি মূলধনের জন্য কোন অর্থ সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কাঁচামাল ক্রয় সহ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল এবং অন্যান্য যান্ত্রিক ত্রুটি উপেক্ষা করে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন পরিচালনা করা যেমন চ্যালেঞ্জ অন্যদিকে পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সংস্থাপন, কাঁচামাল এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কোন ভাবেই উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোম্পানীর আর্থিক ব্যয় এবং অন্যান্য উপরি ব্যয় মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া উক্ত পণ্যের প্রধান কাঁচামাল, ক্যামিকেল এবং অন্যান্য উপরিব্যয়ের হার তুলনা মূলকভাবে বেশি।

অধিকন্তু, ইতোমধ্যে উক্ত পণ্যের প্রচুর প্রতিযোগী বাজারে প্রবেশ করেছে। বর্তমান প্রতিযোগীদের সাথে পাল্লা দিয়ে উক্ত পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং বাজারে পণ্যের অবস্থান শক্ত করার লক্ষ্যে ডিলার / ক্রেতাকে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করতে হচ্ছে। ফলে অন্যান্য পণ্যের চেয়ে উক্ত পণ্যের বিক্রয় ব্যয় বেশি। তাছাড়া গ্যাসের সংকট এবং প্রচন্ড বিদ্যুৎ- বিভ্রাটের কারণেও উক্ত প্রকল্পের নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিক্রয় এবং বিক্রিত দ্রব্যের ব্যয়ের মধ্যে ঋণাত্মক ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

৫। বিক্রয় কার্যক্রম ও পণ্য ভিত্তিক ফলাফল ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে কাগজের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগীতা বিরাজমান ছিল। ফলে বিপণন ব্যবস্থা ছিল সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশেষ করে চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশি থাকায় অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হয়েছে। তাছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের টেন্ডারে অংশ গ্রহন করতে না পারায় পেপার ইউনিটের বিক্রয় রাজস্ব আশানুরূপ হয়নি। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে টিস্যু ইউনিটের পণ্য বিক্রয়ও প্রত্যাশা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে আশার বিষয় এই যে টিস্যু ইউনিট এর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হলে বিক্রয় তথা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। অত্র প্রতিষ্ঠান ২টি প্রোডাক্ট লাইন থেকে বিভিন্ন গ্রেডের এবং বিভিন্ন পরিমাপের পণ্য উৎপাদন করে থাকে-

নিম্নে পন্য ভিত্তিক বিক্রয় রাজস্ব উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-১ ঃ পণ্য ভিত্তিক বিক্রয় কার্যক্রমের তথ্য

বিবরণ	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫
রাইটিং প্রিন্টিং বিক্রয়	১১,২১,০৪,৩৫৫	-	২২,৮৯,৯৪,৪৩৮	৯১,৮১২,০৪২	৮৩,৩৭৯,৭৮৫
ব্রাইট নিউজপ্রিন্ট বিক্রয়	২৭,৭৯,৮৪,৩৬২	২৪,৩০,৩৫,৭৫৮	৯,৮৫,০৬,২৮৭	১৮১,১৬৩,১৫৭	২১৫,৫০১,৯৮১
মিডিয়াম পেপার বিক্রয়	৩২,৪৬,৮২১	৬৫,৯৭,১৩৫	১,১৩,৬১,০৪৫	-	১,৩৪১,৪৫২
বৈদেশিক বাজারে বিক্রয়	১,২৫,০৬,২১৭	৩,২৯,৫৬,৩৬১	২২,৭৬,৪০৩	-	-
এমজি নিউজপ্রিন্ট পেপার	৪,০২,৩২,৪৭৬	-	-	-	-
বিভিন্ন গ্রেডের টিস্যু	৪,৮৭,৬৮,১৪৯	-	-	-	-
মোট বিক্রয়	৪৯,৪৮,৪২,৩৮০	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	৩৪,১১,৩৮,১৭৩	২৭২,৯৭৫,১৯৯	৩০০,২২৩,২১৮

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজারে স্থিতিশীলতা আসবে এবং পণ্য বাজার আরোও শক্তিশালী হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বিক্রয়ের পরিমানও বৃদ্ধি পাবে।

৬। ঝুঁকি সমূহ ঃ

কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(i) **সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঃ**

সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কোম্পানীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা কাগজ শিল্প ও শিল্পায়ন প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে অত্র শিল্পের উৎপাদন, ক্রয় ও বিপনণ কার্য পরিচালিত হয়। স্থির ও সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শিল্পায়নের পূর্ব শর্ত।

(ii) **বাহ্যিক বিষয়াবলী ঃ**

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, গণ আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক ফলাফল প্রভাবিত হয়।

(iii) **মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন ঃ**

হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলের কাঁচামাল অধিকাংশই আমদানী নির্ভর, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারনে কোম্পানীর মুনাফা প্রভাবিত হয়।

(iv) **অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকিঃ**

অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে যেমন তারল্য ঝুঁকি, অনাদায়ী দেনা সংক্রান্ত ঝুঁকি, বাজার ব্যবস্থার ঝুঁকি এবং সুদের হারের পরিবর্তন ঝুঁকি অন্যতম যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

হিসাব বিবরণীর নোট ৩৬.০০ এ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

ঝুঁকি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মুল্যায়নঃ

যদি ও বেশির ভাগ ঝুঁকি কোম্পানী বিশেষের আয়ত্তের বাইরে, এইরূপ প্রত্যেক ঝুঁকির বিষয়ে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ সর্বদা সর্তক দৃষ্টি রাখে এবং পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণ, দক্ষভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং গবেষণা কার্যক্রমে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল ঝুঁকির মোকাবেলা ও কোম্পানীর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অর্জন করে। পরিবেশ বিধিমালার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ ভাল মানের Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করে পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানায় ব্যবহৃত পানির ৮০-১০০ ভাগ পরিশোধন করে পুণরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য উন্নতমানের Effluent Treatment Plant স্থাপন করেছে। আগুন, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির সাথে মোকাবিলা করার জন্য নিয়মিতভাবে শ্রমিক কর্মচারীদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতির রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে যা পরিচালনগত ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

৭। বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য হাক্কানী পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ এর বিক্রিত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার উপর কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করছি।

টেবিল-২ ঃ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা

বিবরণ	২০১৮-২০১৯		২০১৭-২০১৮		২০১৬-২০১৭	
	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
বিক্রয়	৪৮,৪০,০৯,১৮৯	-	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	-	৩৪,১১,৩৮,১৭৩	-
বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	৪১,৭৭,৪৬,৪১৫	৮৬.৩০	২৪৯,৩৭৮,৩০৩	৮৮.২৫	৩১,৫৭,২৪,১১৭	৯২.৫৩
মোট মুনাফা	৬,৬২,৬২,৭৭৪	১৩.৭৯	৩৩,২১০,৯৫১	১১.৭৫	২,৫৪,১৪,০৫৫	৭.৪৫
নীট মুনাফা	(২,১১,৩৫,২১৩)	(৪.৩৬)	(১৮,২১৯,৭২২)	(৬.৪৫)	(১,৮১,০১,৫২০)	(৫.৩১)

৮। উৎপাদনঃ

সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, দিক নির্দেশনা, তদারকি, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও এবং চলমান মেশিনারী সংযোজন, বিয়োজন, রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম সচল রেখে উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অত্র প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রানোদনার মাধ্যমে জনশক্তি, জ্বালানী শক্তি ও কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিবিড় তদারকির মাধ্যমে পণ্যের মান সংরক্ষণ করে উৎপাদন ব্যয় যৌক্তিক স্তরে রাখার দিকে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেতন রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উৎপাদনের সর্বস্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন আমাদের একান্ত লক্ষ্য।

৯। উৎপাদন পর্যালোচনা ঃ

টেবিল-৩ ঃ উৎপাদন

বিবরণ ২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	
উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	১১,২৫০	৭৫০০	৬০০০	৬০০০
প্রকৃত উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৪,৮৭২	৪৪১৯	৩৫৮৬	৫১৭২
উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার (%)	৪৩.৩১	৫৮.৯২	৬০.০০	৮৬.২০
বিক্রয় (মেট্রিক টন)	৪০৩০.৭৬	৪৭৭৯	৪৯৬৫	৩৭৪৩.২৮

বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি যেমন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা, ঘণ ঘণ মেশিনারী ব্রেকডাউন এবং মেশিন পুরাতন হওয়ায় উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ায় চলতি বৎসরের উৎপাদন বিগত বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তবে আশা করি সংযোজিত মেশিনারীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী বৎসর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

১০। অস্বাভাবিক মুনাফা / (ক্ষতি) ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কোম্পানীর কোন রূপ অস্বাভাবিক মুনাফা / ক্ষতি (Extra ordinary gain or loss) ছিল না।

১১। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কোম্পানীর সাথে আর্থিক লেনদেন ঃ

সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেনের বিস্তারিত বিবরন হিসাব বিবরণীর নোট ৩৮.০০ এ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১২। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান ঃ

কোম্পানীর ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়নি। পরিচালনা পর্ষদের পূর্বানুমান ও সিদ্ধান্ত এবং নির্বাহীদের সঠিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কোম্পানীর বৎসরব্যাপি ফলাফলের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয়েছে। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক ফলাফলের উল্লেখযোগ্য ব্যবধান সমূহ হিসাব বিবরনীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

১৩। আর্থিক পর্যালোচনাঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বিক্রয় ও অর্জিত মুনাফার চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হল ঃ

টেবিল-৪ ঃ আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ (টাকায়)	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)
মোট বিক্রয়	৪৮,৪০,০৯,১৮৯	২৮,২৫,৮৯,২৫৪	৩৪,১১,৩৮,১৭৩
মোট ব্যয়	৫০,৭৩,৮৭,২০৬	২৯,৮৫,০৮,৪২৬	৩৫,৯৮,২৮,৮০২
পরিচালন মুনাফা / (ক্ষতি)	**(৭৭,৫০,৭৬১)**	**(১৫,৯১৯,১৭২)**	**(১,৮৬,৯০,৬৩০)**
অন্যান্য আয়	২২,৪২,৮০৪	১০,৯৫,১৭৩	২৭,৯৪,৮৫৯
নীট মুনাফা /(ক্ষতি)	(২,১১,৩৫,২১৩)	(১৮,২১৯,৭২২)	(১,৮১,০১,৫২০)

১৪। পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের ভাতা / সম্মানীঃ

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত পরিচালক পর্ষদের অন্যকোন সদস্যকে কোন ধরনের মাসিক সম্মানী, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি কোম্পানী হতে প্রদান করা হয় না যা হিসাব বিবরণীর নোট নং-২৭.১ এ বর্ণিত রয়েছে। আর্থিক বৎসরে পরিচালকদের মোট প্রদত্ত সম্মানী নিচে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	টাকা
০১	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান	----
০২	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৬,২০,৪০০.০০
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	----
০৪	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক (৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত)	----
০৫	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	----
০৬	জনাব এস. এম. নছরুল কবির	স্বতন্ত্র পরিচালক	
০৭	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	পরিচালক	----
০৮	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	----
০৯	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	----
১০	জনাবা হোসনে আরা বেগম	পরিচালক	----

১৫। পরিচালক পর্ষদের সভার উপস্থিতিঃ

আলোচ্য বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পর্ষদের সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান।	০৮	০৮
০২	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৮	০৮
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	পরিচালক	০৮	০৮
০৪	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৮	০৮
০৫	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	স্বতন্ত্র পরিচালক	০৮	০৮
০৬	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	পরিচালক	০৮	০৮
০৭	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	পরিচালক	০৮	০৮
০৮	জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির	পরিচালক	০৮	০৮
০৯	জনাবা হোসনে আরা বেগম	পরিচালক	০৮	০৮

১৬। শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ণ ঃ

কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ণ Annexure (ii) এ বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৭। লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

আপনারা অবগত আছেন যে, টিস্যু পেপার প্রকল্পের উৎপাদন ০১/০১/২০১৯ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। তাছাড়া উক্ত প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আরো অনেক নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করতে হবে। এই প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যাবহারের জন্য আরো বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হবে। অত্র প্রতিষ্ঠানে নগদ তহবিলের সংকট থাকা সত্বেও শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিচালকমন্ডলী ৩০শে জুন ২০১৯ সমাপ্ত বৎসরের জন্য স্পন্সর শেয়ার ব্যতিত পাবলিক শেয়ারের উপর ২% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। যা ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১৮। ক্রেডিট রেটিং ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরের জন্য কোম্পানীর ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়। ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিঃ নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রদান করে।

Date of Declaration	Valid till	Long Term Rating	Short term Rating	Out look
May 30, 2019	May 29,2020	BBB+	ST-3	Stable

১৯। পরিচালনা পর্ষদঃ

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ সর্বমোট ৯ জন্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত, যার মধ্যে ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক রয়েছেন। এদের মধ্যে ১ জন পর্ষদের সভাপতি, ১ জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১ জন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৪ জন সাধারণ পরিচালক এবং ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক। পরিচালকদের পরিচয় প্রতিবেদনের "Directors Profile" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০। অডিট কমিটি ঃ

পরিচালনা পর্ষদের মনোনীত ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠিত এবং এর মধ্যে ২ জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং ২ জন অ-নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন। নিরীক্ষা কমিটি যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোর্ড অনুযায়ী নির্ধারিত নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়। অডিট কমিটির উদ্দেশ্য হল আভ্যন্তরিন আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মজবুত এবং কোম্পানীর ত্রৈমাসিক, ষ্মাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা। কমিটির সভায় সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

টেবিল-৭ ঃ অডিট কমিটির সভা ও উপস্থিতি

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	সভাপতি (৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অবসর প্রাপ্ত)	০৪	০৪
০২	জনাব ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	সদস্য	০৪	০৪
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	সদস্য	০৪	০৪
০৪	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	সদস্য	০৪	০৪

২১। **মনোনয়ন ও বেতন কমিটিঃ** বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোর্ড নং-BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী ২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৫জন সদস্য সমন্বয়ে মনোনয়ন ও বেতন কমিটি গঠন করা হয়। বিগত ০৪/০৪/২০১৯ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড কার্যালয়ে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি সভায় কোম্পানীর সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব, বেতন কাঠামো ইত্যাদি পর্যালোচনা করেন এবং এই বিষয়ে বোর্ডের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন।

কমিটির সভায় সদস্যদের স্ব - স্ব উপস্থিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবী	অনুষ্ঠিত মোট সভার সংখ্যা	উপস্থিতি সংখ্যা
০১	ড. মোহাম্মদ সালেহ জহুর	সভাপতি	০১	০১
০২	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ	সভাপতি (৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অবসর প্রাপ্ত)	০১	০১
০৩	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	সদস্য	০১	০১
০৪	জনাব মোঃ গোলাম হায়দার	সদস্য	০১	০১
০৫	জনাব মোঃ গোলাম মোরশেদ	সদস্য	০১	০১

২২। **পরিচালকবৃন্দের নিয়োগ ও পুনঃ নিয়োগ ঃ**

কোম্পানীর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এর ৮২ ধারা অনুযায়ী পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ, জনাব মোঃ গোলাম রসুল মুক্তাদির এবং জনাবা হোসনে আরা বেগম পরিচালনা পর্ষদ থেকে অবসর গ্রহন করবেন এবং তাঁরা যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছেন তাদের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ এর মেয়াদ পূর্ণ হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কর্পোরেট গর্ভনেন্স কোর্ড নং-BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ এর নির্দেশনা পরিপালনের লক্ষ্যে ২৭/০৪/২০১৯ তারিখে কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড কার্যালয় ২/১০ ডি.টি. রোড, উত্তর পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় জনাব জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এফসিএস, এফসিএ এর স্থলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক জনাব এস. এম নছরুল কদির ০১/০৫/২০১৯ তারিখ থেকে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসরের জন্য স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয় যা ২৩তম বার্ষিক সাধারন সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২৩। **নিরীক্ষক ঃ**

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর বর্তমান বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করার পর অবসর গ্রহন করবে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশ নং BSEC/SMRRCD/2009-193/104/Admin dated July 27, 2011 অনুযায়ী মেসার্স খান ওহাব শফিক রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আগামী বৎসরের জন্য নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়ায় তারা পূণরায় নিয়োগ পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যা পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

২৪। কর্পোরেট সুশাসন ঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কর্পোরেট সুশাসনের শর্তগুলো কোম্পানী যথাযথভাবে পরিপালন করছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ এর নির্দেশনানুসারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন (Corporate Governance Compliance Report) সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের অবগতির জন্য - সংযুক্তি ১,২,৩ ও ৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৫। সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদান ঃ

কোম্পানী সর্বদা সরকারী আইনকানুন, নিয়মনীতি সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে। জাতীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানী সচেতন ও যত্নবান । ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো ঃ

টেবিল ৫ ঃ সরকারী কোষাগারে অনুদান

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ (টাকায়)	২০১৭-২০১৮ (টাকায়)	২০১৬-২০১৭ (টাকায়)	২০১৫-২০১৬ (টাকায়)	২০১৪-২০১৫ (টাকায়)
কর্পোরেট আয়কর বাবদ প্রদান	১৭,০৩,২৯১	৪,৫৬,২১১	১,২১,৮২,৩৫০	৯,২৩২,৬৭৫	৯,৪৬০,১৪৯
আমদানী শুল্ক ও মূসক পরিশোধ	১,০৮,৩৩,১৯০	৬২,০০,০০০	১,৬৪,৭৫,০০০	৭,৯০৭,৫১৫	৬,৮৩৮,৭০২
লভ্যাংশের বিপরীতে কর কর্তন বাবদ	৩,৪৪,০২৭	১,৯৫,৫০৪	৬.৪১,১৮৮	১,০৯৬,৫৮৫	৮৫৫,৭৮৫
উৎস কর ও মূসক পরিশোধ	১৫,২৬,৩৯২	১১,৩৯,৮৫৬	১৪,২০,২৭৩	১,৫৮৫,১৮২	১,১৪৮,১৪৮
মোট	১,৪৪,০৬,৯০০	৭৯,৯১,৫৭১	৩,০৭,১৮,৮১১	১৯,৮২১,৯৫৭	১৮,৩০২,৭৮৪

২৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মেধা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নয়নে সঠিক পরিচর্যা ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র, পরিধি, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা নির্ধারণ পূর্বক সময়ে সময়ে পূণঃ বিন্যাস করার ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রণোদনার জন্য বিশেষ প্রানোদনা কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সকলের কর্মপ্রেরণা ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোম্পানীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করে কার্যক্ষেত্রে আনয়ন করা হচ্ছে অধিকতর স্বচ্ছতা, দ্রুততা এবং নিশ্চিত করা হচ্ছে শ্রমশক্তির কাম্য ব্যবহার। কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আর্থিক প্রানোদনা সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর কোম্পানীর নীট মুনাফার ৫%(পাঁচ শতাংশ) শ্রমিক কর্মচারী মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃংঙ্খলা ইত্যাদির বিবেচনায় নিয়মিত ভাবে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি সহ বিশেষ প্রনোদনা বোনাস এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্মের মূল্যায়ন ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীন নিরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যুগোপযোগী মানব সম্পদ প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম ও চলমান রাখা হয়েছে।

২৭। পরিবেশ ও নিরাপত্তাঃ

কোম্পানীর কারখানার চতুর্দিকে পর্যাপ্ত সুপরিকল্পিত বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে এবং বর্জ্য নিঃসরণের যথাযথ ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সংবেদনশীল পরিবেশ অত্যন্ত যত্নসহকারে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় এবং কারখানায় অবস্থিত সকল সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে প্রাক্ প্রস্তুতি গ্রহন, তদারকি ও উন্নয়ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিগত বৎসরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে ও সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় কোম্পানীর কাঁচামাল গোডাউন, গ্যাস জেনারেটরের বীমা করা হয়েছে এবং যথারীতি এসিড, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিদর্শন ও তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহন পূর্বক লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। কারখানার কাঁচামাল ও তৈরী পন্যের মজুদাগার, মেশিনারিজ সহ স্থাপনা সমুহে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যথারীতি নবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন করা হচ্ছে। তদুপরি কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

কারখানায় নিঃসারিত প্রাকৃতিক ক্ষতিকর রাসায়নিক নিঃসরণের জন্য ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোম্পানীর কারখানায় নিঃসারিত পানি উপযুক্ত রি সাইক্লিং প্রক্রিয়ায় পূণঃ পূণঃ ব্যবহার পূর্বক ড্রেইনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয় যাতে পরিবেশ কোন ভাবে দূষিত না হয় কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। কোম্পানীর কারখানার অভ্যন্তরে স্থাপিত সকল বিপদজনক স্থাপনা সমুহ ও কেমিক্যাল

মজুদাগারে যথোপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষন ও সর্তকতা অবলম্বন করা হয়। কোম্পানীর কর্মরত সকল শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। কোম্পানীর আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সর্বোপরি পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিধিমালাও যথারীতি অনুসরন করা হচ্ছে এবং সকল সরকারী নির্দেশনা যথারীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সঠিক সংখ্যক প্রহরীর মাধ্যমে নিরাপত্তা বেস্টনী রাখা হয়েছে।

২৮। আর্থিক বিবরণীর ব্যাপারে পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্বঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি-ডি/২০০৬-১৫৮/ ২০৭/এডমিন/৮০ তারিখ ০৩ জুন ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নিশ্চিত করছে যে ঃ

(ক) কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে এর কর্মকান্ড, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন সম্পর্কে যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে;

(খ) কোম্পানীর হিসাবের বহিসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে;

(গ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় উপযুক্ত হিসাবনীতি সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবের প্রাক্কলন যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞ বিচারবোধের ভিত্তিতে করা হয়েছে;

(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুসরণ করা হয়েছে এবং তা থেকে যেকোন ব্যত্যয় পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছিল বলিষ্ঠ এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা হয়েছে;

(চ) একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় কোম্পানীর সামর্থ্যের ব্যাপারে তেমন কোন দ্বিধা নেই;

(ছ) কোম্পানীর কার্যক্রমের ফালাফলের ক্ষেত্রে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য যেসব ব্যত্যয় রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং

(জ) কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়ে পাঁচ বৎসরের উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে।

২৯। স্বীকৃতি ঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ লিঃ, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ লিঃ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা, নিরীক্ষক ও সরবরাহকারী সহ সকলের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগীতার জন্য আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তাদের অনুরূপ সহযোগিতার হাত আমাদের প্রতি প্রশস্ত থাকবে এই কামনা করছি। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে কোম্পানীর সার্বিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে বিরূপ পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতা উত্তরণে যারা সার্বিক ও সর্বাত্নক সহযোগিতা করেছেন পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে সেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ আন্তরিকতা, সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এই কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

মোঃ আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম
তারিখ ঃ ০২ নভেম্বর ২০১৯